যুগান্তর

তারিখ 22 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

স্বীকৃতি পাচ্ছে রাশিয়া চীন ও মালয়েশিয়ার মেডিকেল ডিগ্রি

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

রাশিয়া, চীন ও মালয়েশিয়ার স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষায় ডিগ্রিকে অবশেষে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার চার দশক পেরিয়ে গেলেও এ তিনটি দেশ থেকে পাস করা স্নাতক পর্যায়ে স্বীকৃতি দেয়া হলেও স্নাতকোত্তর চিকিৎসকদের কোন ডিগ্রিকে এতদিন বৈধ রেজিস্ট্রেশন দেয়া হতো না। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ৩ শতাধিক। এদের মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল শতাধিক। এদের মধ্যে পিএইচডি সমমর্যাদার ৩০ জন ও পিএইচডির আগের ধাপ (রাশিয়ান ভাষায় ক্লিনিকাল অরডিনাটোরা) অর্জনকারী চিকিৎসকের সংখ্যা ৭০ জনেরও বেশি। এর ফলে ওইসব দেশ থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা বিপাকে ছিল। তাদের অনেকে বিএমডিসির এমবিবিএস ডিগ্রির রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই প্র্যাকটিস করে আসছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এ তিনটি দেশের চিকিৎসা শিক্ষার সব ডিগ্রিকে বৈধ স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ লক্ষ্যে সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বিএমডিসি হালনাগাদ বিধিমালা অনুমোদনের পরও সেটি সংশোধনের জন্য আরেক দফা ফেরত পাঠানো হয়েছে। নতুন করে তিনটি দেশের ডিগ্রিকে স্বীকৃতি প্রদানসহ অ্যাক্টের ধারায় কিছু ছোটখাটো সংশোধনী এনে তা ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়ে গেছে। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, খুব শিগগিরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া সফরে যাবেন। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ রাশিয়ার চিকিৎসা শিক্ষার ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২৪ মে সংশোধিত বিধিমালাটি অনুমোদনের জন্য আরেক দফা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উত্থাপনের জোর সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পেলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে তা অধ্যাদেশ আকারে জারি হবে। কোন কারণে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপিত না হলে আগামী সংসদে তা বিল আকারে পাসের জন্য উত্থাপিত হবে। জানা গেছে, বিএমডিসির পুরনো তালিকায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ

ডিগ্রি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ডিগ্রি : স্বীকৃতি পাচ্ছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস, ফেলো অব কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস, ভারতের মুম্বাই, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, পাটনা, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, রয়্যাল কলেজ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ, আইরিশ প্রজাতন্ত্রের ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাস্টার অব অবস্টেট্রিকস অব আয়ারল্যান্ড, রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অব আয়ারল্যান্ড, রয়েল কলেজ অব ফেলো সার্জন্স আয়ারল্যান্ড, আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস এঞ্জেলেস এবং সানফ্রান্সিসকো, স্ট্যানফোর্ড, ইন্ডিয়ানা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়, জন হপকিন্স, মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান, মেডিকেল স্কুল, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল, কর্নেল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা, ইউনিভার্সিটি অব টুলেন, ইউনিভার্সিটি অব কলম্বিয়া, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ডিগ্রির স্বীকৃতি ছিল। বাংলাদেশস্থ সোভিয়েত অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হলিফ্যামিলি হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে শুধু চিকিৎসকরা নন, বিভিন্ন পেশার প্রায় ৫ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী স্কলারশিপ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়তে যান। এদের মধ্যে ৩ শতাধিক ডাক্তার ছিলেন। তবে সমস্যা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শতাধিক চিকিৎসক নিয়ে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগরসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষকদের পিএইচডিসহ উচ্চতর ডিগ্রি সোভিয়েত থেকে আনেন। ওই ডিগ্রিগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও ডাক্তারদের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না। ১৯৮৭-১৯৮৮ সালের পর থেকে এ ডিগ্রিগুলোর স্বীকৃতি বন্ধ করে দেয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, চিকিৎসকদের মধ্যে গ্রুপিংয়ের কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, ১৯৮০ সালের বিএমডিসি অ্যাক্ট তিন দশকেও হালনাগাদ হয়নি। বিগত এ সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানসম্পন্ন মেডিকেল কলেজ বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এসব দেশের চিকিৎসা শিক্ষার স্বীকৃতি দেয়ার কথা বিএমডিসিতে নেই।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের এক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও সরকারি কর্মচারীদের অনেকের পাকিস্তানপ্রীতি রয়ে গেছে। বিএমডিসির হালনাগাদকরণের জন্য কমিটি গঠিত হলেও সংশোধিত অ্যাক্টে পাকিস্তান আমলে প্রণীত দেশের চিকিৎসা ডিগ্রির ধারাবাহিকতাই রক্ষা করা হয়েছে। ওই কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুরনো তালিকায় পাকিস্তানের ২৭টি মেডিকেল কলেজের ডিগ্রিকে বিএমডিসির স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। প্রতিবেশী ভারত এতবড় হলেও সে দেশের মাত্র ১৩টি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া নতুন নতুন দেশ চিকিৎসা শিক্ষায় ভালো হলেও সেসব দেশের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএমডিসির রেজিস্ট্রার জেএইচ বসুনিয়া যুগান্তরকে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, এ কথা সত্যি। কিন্তু প্রতিটি দেশে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে মান দেখা বিএমডিসির পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিএমডিসির তালিকায় নাম না থাকলেও সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সার্টিফিকেট দেখে সন্তুষ্ট হলে বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে বলে তিনি জানান।